ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 030 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৩০ ● কলকাতা ● ১৮ মাঘ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ০১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

হাতজোড় করে হিন্দুদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা হুমায়ুন কবীরের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রেজিনগর: গত লোকসভা ভোটের আগে হুমায়ুন কবীর হিন্দুদের কেটে ফেলে ভাগীরথীতে ভাসানোর হুমকি দিয়েছিলেন। শনিবার রেজিনগরের জনসমাবেশ থেকে প্রকাশ্যে সেই বক্তব্যের জন্য হিন্দুদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ভরতপুরের বিধায়ক তথা জনতা উন্নয়ন পার্টির দলনেতা হুমায়ুন কবীর। হুমায়ুনের বিস্ফোরক দাবি হল ইউসুফ পাঠানকে গত লোকসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের থেকে জেতানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে বিতর্কিত কিছু বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।আমি বলেছিলাম, দিদি আপনি জেলার সাংগঠনিক সভাপতি করে রেখেছেন অপূর্ব সরকারকে। চেয়ারম্যান করে রেখেছেন রবিউল আলম

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 189

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যে তাকে (আত্মাকে) জানে না, সে পরমাত্মাকে কি করে জানতে পারে। আর নিজের ভিতরের পরমাত্মাকে যে জেনে নিয়েছে, সে বাইরের পরমাত্মাকেও জেনেই নেবে। পরমাত্মা এক, পরমাত্মা সর্বত্র বিদ্যমান। ভিতরেও পরমাত্মা বিদ্যমান, বাইরেও পরমাত্মা বিদ্যমান। কিন্তু ভিতরের পরমাত্মাকে জানা সহজ।

ক্রমশঃ

বাইসন আতঙ্কের অবসান,ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে জঙ্গলে ফেরানোর উদ্যোগ

হরেকৃষ্ণ মন্ডল, ফালাকাটা

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বাইসনের আতঙ্কে তটস্থ ছিল আলিপুরদুয়ার ১নম্বর ব্লকের পারপাতলাখাওয়া গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকা।অবশেষে শনিবার সকালে জলদাপাড়া বন দপ্তরের তৎপরতায় সেই আতঙ্কের অবসান হয়।পরিকল্পিত অভিযানে ঘুমপাড়ানি গুলি প্রয়োগ করে বাইসনটিকে নিরাপদে কাবু করা হয়।

শনিবার সকালে গোপাল সরকারের গাছবাগানের ঘন জঙ্গলে আবারও বাইসনটির উপস্থিতি দেখা যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বন দপ্তরের কর্মীরা ও সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। কৌতূহলী মানুষের ভিড় সামলাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় প্রশাসনকে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বন দপ্তর বাইসনটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করার সিদ্ধান্ত নেয়। দুপুর নাগাদ সফলভাবে গুলি প্রয়োগের পর অচেতন বাইসনটিকে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে উদ্ধার করা হয়। বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর সেটিকে পুনরায় জলদাপাড়ার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপক সরকার জানান, বন্যার পর জঙ্গলে খাদ্যের সংকট দেখা দেওয়ায় বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। বন দপ্তর নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছে বলেও তিনি জানান।স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল সরকার বলেন, বাইসনের উপস্থিতিতে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। বন দপ্তরের দ্রুত পদক্ষেপে এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক। গ্রামবাসীদের মধ্যেও স্বস্তি ফিরেছে। বন দপ্তর জানিয়েছে, ভবিষ্যতে বন্যপ্রাণী লোকালয়ে প্রবেশ রুখতে নজরদারি ও সচেতনতা আরও জোরদার করা হবে।

বাংলার মেয়েদের মন জিততে বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে 'মহিলা বিস্তারক' আনছে বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২১ সালে বাংলা দখলের স্বপ্ন দেখেছিল বিজেপি। যদিও সেই স্বপ্ন অধরা থেকে গিয়েছে। তবে ২০২৬ সালে সেই স্বপ্নই আবার নতুন করে দেখতে শুরু করেছে কেন্দ্র সহ বঙ্গের বিজেপি নেতারা। গত বারের ভুল ত্রুটি সারিয়ে আদাজল খেয়ে ময়দানে নেমেছে গেরুয়া শিবির। আগে প্রহরীর ভূমিকায় বিজেপি নেত্রীদের খুব বেশি দেখা যায়নি।যে কোনও উপায়ে বাংলা দখলের জন্য এবার ভিন রাজ্য থেকে আসা বিজেপির মহিলা সদস্যরা বাংলার মাটি কামড়ে পড়ে থাকবেন। বাংলায় নির্বাচনে মহিলা ভোটব্যাঙ্ক দারুন ভাবে কাজ করে এই কথা কারও অজানা নয়। তৃণমূল সরকারের একাধিক প্রকল্পের জন্য মহিলারা বিশেষ করে এই দলের দিকে বেশি ঝোঁকে। তাই বাংলাকে জিততে মহিলা ভোটব্যাঙ্কের দিকে বিশেষ করে নজর দিতে চাইছে গেরুয়া শিবির। ঠিক এই কারণে মহিলা বাহিনীকে নামাতে চাইছে ময়দানে। তবে অন্য রাজ্যের মহিলা বাংলায় মাটি কামড়ে পড়ে থেকেও দলের কতটা সুবিধা করে দিতে পারবে তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। কারণ বাংলায় এসে সেই জায়গায় ভাষা না জানলে হিতে বিপরীত হতে পারে বলেও মনে করছেন বহু রাজনীতিবিদ। কারণ মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হলে সেই জায়গার ভাষা জানাটা খুব জরুরি। তাই বাইরে থেকে মহিলা ব্রিগেড এনে কতটা সফল হয় বিজেপি সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।তবে বাংলা দখলে মরিয়া বিজেপি এবার তাদের সেই অচলায়তন ভাঙল। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলায় আসছে বিস্তারক বা

এরপর ৬ পাতায়

ফিরহাদের প্রাক্তন জামাই যোগ দিলেন হুমায়ুন কবীরের দলে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভরতপুর: মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় চমক দিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন জামাই ইয়াসিন হায়দার যোগ দিলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের দলে। এই দলবদলকে কেন্দ্র করে বর্তমানে জেলায় নতুন রাজনৈতিক ইনিংস শুরু।ফিরহাদ হাকিম তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষ নেতা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন। তাঁর নিজের পরিবারের সদস্যের এইভাবে মুর্শিদাবাদের এক 'বিক্ষুব্ধ' বিধায়কের শিবিরে যোগ দেওয়া দলের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যে কোনও প্রভাব ফেলে কি না, এখন সেটাই দেখার।এই ঘটনা কি কেবলই মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ, নাকি এর পিছনে বড় কোনও রাজনৈতিক কৌশল লুকিয়ে আছে,তা নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে। শনিবার তৃণমূল ছেড়ে Jup পার্টিতে যোগ দিলেন হুমায়ূন পুত্র গোলাম নবী আজাদও। ফিরহাদের প্রাক্তন জামাই বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সকলের সঙ্গে থেকে তিনি উন্নয়নের পক্ষে কাজ করবেন। হুমায়ুন কবীরের স্বপ্নকে সার্থক করতে তিনি দলে যোগ দিলেন। সকলের আশীর্বাদ তিনি চান। এর পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক পঞ্চায়েত

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

ফিরহাদের প্রাক্তন জামাই যোগ দিলেন হুমায়ুন কবীরের দলে

প্রতিনিধিরা শনিবার হুমায়ুন কবীরের দলে যোগ দেন।মুর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবীরের হাত ধরলেন ইয়াসিন।রাজ্যের রাজনীতিতে ফের বড়সড় রদবদল। তবে এবার কোনও বিরোধী শিবিরে নয়, বরং দলের অন্দরের সমীকরণেই নাটকীয় মোড় নিলেন কলকাতার মেয়র ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন জামাই ইয়াসিন হায়দার। শনিবার মুর্শিদাবাদে এসে ভরতপুরের প্রভাবশালী তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের অনুগামী হিসেবে তাঁর হাত ধরলেন ইয়াসিন।

দীর্ঘদিন ধরেই ইয়াসিন হায়দারের গতিবিধি নিয়ে জল্পনা ছিল। তবে সরাসরি হুমায়ুন কবীরের হাত ধরায় অনেকেই বিস্মিত। ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বরাবরই নিজের সোজাসুজি বক্তব্যের জন্য পরিচিত মুখ এবং মাঝেমধ্যেই তাঁকে দলের একাংশের বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা গিয়েছে। তাঁর এই "বিদ্রোহী" মেজাজের সঙ্গে ইয়াসিনের যোগ দেওয়া নতুন এক সমীকরণের জন্ম দিল।কী বলছেন ইয়াসিন ও হুমায়ুন কবীর?দলবদল প্রসঙ্গে ইয়াসিন হায়দার জানান, মুর্শিদাবাদের মানুষের জন্য কাজ করতেই তিনি এখানে এসেছেন। হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্ব এবং তাঁর লড়াইয়ের মানসিকতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। অন্যদিকে, বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ইয়াসিনকে পাশে বসিয়ে বলেন, "যোগ্য ব্যক্তিদের সঠিক সম্মান দেওয়া প্রয়োজন। ইয়াসিনের যোগদানে আমাদের শক্তি বাড়বে।"

দায়িত্ব নিয়েই আধিকারিকদের প্রাথমিক পাঠ দিলেন নয়া পুলিশ কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পুলিশ কমিশনার হিসাবে শুক্রবারই তাঁর নাম ঘোষণা হয়। এরপরেই আজ শনিবার সেই দায়িত্ব বুঝে নিলেন সুপ্রতিম সরকার। আর এরপরেই সমস্ত থানা ও ট্র্যাফিক গার্ডের আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক সারলেন তিনি। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেই বৈঠক হয়। যেখানে আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন নবনিযুক্ত কলকাতা পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার।এদিন বৈঠক শেষ করে পুলিশ ট্রেনিং স্কুল এবং আলিপুর বডিগার্ড লাইনে পরিদর্শনে যান পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার। পরিদর্শন করেন পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের মহিলা পুলিশের বারাক। পাশাপাশি আলিপুর বডিগার্ড লাইনে থাকা পুলিশ কর্মীদের বারাকের অবস্থাও খতিয়ে দেখেন। বিশেষ করে বারাকের ভিতর রান্নাঘর, কর্মীদের বাথরুমও কতটা পরিষ্কার, তা নিজেই খতিয়ে দেখেন নব নিযুক্ত পুলিশ কমিশনার।পাশাপাশি পুলিশের প্রাথমিক দায়িত্বও মনে করিয়ে ওই বৈঠকে তিনি বলেন, "রাস্তা হল পুলিশকর্মীদের আসল কার্যালয়, তাই সাধারণ মানুষকে যথাসম্ভব সাহায্য করাই পুলিশের প্রাথমিক দায়িত্ব হওয়া উচিত।"

পাশাপাশি এদিন পুলিশ ট্রেনিং স্কুল এবং আলিপুর বডিগার্ড লাইনে পরিদর্শনে যান সুপ্রতিম সরকার। যেখানে পুলিশকর্মীদের বারাকের পরিচ্ছনতার উপর জোর দেন তিনি।

সদ্য অবসর নিয়েছেন আইপিএস রাজীব কুমার। তাঁর পরবর্তী সময়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি কে হবেন, তা নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল। তার মাঝেই শুক্রবার পুলিশ প্রশাসনে বড়সড় রদবদল করা হয়। ভারপ্রাপ্ত ডিজি পদে নিয়ে আসা হয় আইপিএস পীযূষ পাণ্ডেকে। একইসঙ্গে কলকাতা পুলিশের কমিশনার-সহ আরও বেশ কয়েকটি পদেও রদবদল করা হয়। কলকাতা পুলিশ কমিশনার পদে নিয়ে আসা হয় সুপ্রতিম সরকারকে। এদিন দায়িত্ব নিয়েই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমস্ত থানা ও ট্র্যাফিক গার্ডের আধিকারিকদের বৈঠকে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ লালবাজারের ভবন দেখে খুশি হয় না, বরং রাস্তায় এবং থানায় পুলিশকর্মীদের কাছ থেকে যে পরিষেবা পায়, তার ভিত্তিতেই পুলিশকে বিচার করে। এই পরিষেবাই কলকাতা পুলিশের বৈশিষ্ট্য এবং এটিই অন্য রাজ্যের পুলিশ থেকে তাদের আলাদা করে তোলে। বিশেষ করে এই, বৈঠকে ট্র্যাফিক পুলিশদের রাস্তায় সাধারণ মানুষকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করারও নির্দেশ দেন। এর পাশাপাশি, সমস্ত থানার আধিকারিকদের নিজ নিজ এলাকায় পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত সমস্ত থানা ও ট্র্যাফিক গার্ডের আধিকারিকদের সিপি সুপ্রতিম সরকার বলেন, "থানায় আসা নাগরিকদের সঙ্গে শালীনতা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে আচরণ করা প্রয়োজন। পুলিশের উদ্দেশ্য মানুষকে সাহায্য করা, হয়রানি করা নয়।" পাশাপাশি সমস্ত আধিকারিকদের মৌলিক পুলিশিংয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার নির্দেশ দেন। বৈঠকে নয়া পুলিশ কমিশনার আরও জানান, আগামী দিনে তিনি সমস্ত বিভাগীয় কার্যালয়, থানা এবং ট্র্যাফিক গার্ড পরিদর্শন করবেন এবং ঘটনাস্থলেই বিস্তারিত নির্দেশ দেবেন।

ভোটের মুখে মুর্শিদাবাদের এসপি বদল করল নবান্ন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের মুখে রাজ্য পুলিশে ব্যাপক রদবদল । মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার বদল করল নবান্ন ।এছাড়াও পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে আরও কয়েকজন আইপিএস আধিকারিকের বদলি ঘোষণা করা হয়েছে। শচীন আইপিএসকে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের নিউ টাউন থানা থেকে ডাবগ্রাম র‍্যাফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি অফিসার করা হয়েছে। জ্যোতির্ময় রায় আইপিএসকে ইএফআর প্রথম ব্যাটালিয়ন থেকে নিউ টাউন থানার ওসি হিসেবে পাঠানো হয়েছে।যেমনটা মনে করা হচ্ছে, বেলডাঙা সহ মুর্শিদাবাদের একাধিক অশান্তির ঘটনার জেরে রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি রক্ষা করতেই এই পদক্ষেপ।

সেখানে একাধিক আইপিএস আধিকারিকের বদলি ও নতুন দায়িত্বের ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যপাল এই নিয়োগ ও বদলির অনুমোদন দিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। এটিকে রুটিন রদবদল বলেই জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অমিত পি জাভালগি আইপিএস, যিনি বর্তমানে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তাঁকে আইজিপি পদমর্যাদায় বর্ধমান রেঞ্জের আইজিপি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। একই সঙ্গে আগের নির্দেশ বাতিল করা হয়েছে।

অলোক রাজোরিয়া আইপিএস, যিনি পশ্চিমবঙ্গ ট্রাফিক পুলিশের ডিআইজি ছিলেন, তাঁকে বর্ধমান রেঞ্জের ডিআইজি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর ক্ষেত্রেও আগের বদলির নির্দেশ বাতিল করা

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডের দায় কার?

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। এর মধ্যেই বিশেষ তদন্তকারী দল অর্থাৎ সিট গঠন করল বারুইপুর জেলা পুলিশ। বারুইপুরের পুলিশ সুপার শুভেন্দ্র কুমারের নেতৃত্বে এই সিট গঠন করা হয়েছে। অন্যদিকে ঘটনার সূত্রে পৌঁছাতে ধৃত তিনজনকে দফায় দফায় জেরা করা হচ্ছে। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় দ্রুত চার্জশিট দিতে চায় পুলিশ।অন্যদিকে ডিএনএর শ্যাম্পেল কালেকশনের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। এখন উদ্ধার হওয়া দেহাংশের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। আর তা নিশ্চিত হওয়ার পরেই দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে খবর।এই অবস্থায় ঘটনার গুরুত্বের কথা মাথায় রেখেই সিট গঠনের সিদ্ধান্ত বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

রবিবার ভোর তিনটে নাগাদ আনন্দপুরের মোমো কারখানা এবং গুদামে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ভয়াবহ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। যা নিয়ে আজ শনিবার বারাকপুরের সভা থেকে সরব হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মর্মান্তিক ঘটনার জন্য তৃণমূলের দুর্নীতিকেই দায়ী করেন তিনি। এত মৃত্যু, এত মানুষ নিখোঁজ থাকার পরেও কেন মোমো সংস্থার মালিককে গ্রেপ্তার করা হল না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শাহ। যার পালটা জবাব দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। দিল্লি উড়ে যাওয়ার আগেই কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "একটা ঘটনাকে নিয়ে রাজনীতি করা বিজেপির কায়দা। শকুনের মতো মৃতদেহ খোঁজে। মৃত্যুর রাজনীতি করে, লাশের রাজনীতি করে।" ঘটনায় জড়িত সবাই শাস্তি পাবে বলেও আশ্বাস দেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।

রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেই ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল সিট গঠন করল বারুইপুর জেলা পুলিশ। যেখানে পুলিশ সুপার ছাড়াও বারুইপুর জেলা পুলিশের দুই অ্যাডিশনাল এসপি, নরেন্দ্রপুর থানার আইসি এবং ঘটনার তদন্তকারী অফিসার রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে ঘটনার পরেই ডেকরেটার্স সংস্থার মালিককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোমো সংস্থার দুই আধিকারিককেও। বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালিয়ে নরেন্দ্রপুর থেকে সংস্থার ম্যানেজার মনোরঞ্জন শিট ও ডেপুটি ম্যানেজার রাজা চক্রবর্তীকে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃত তিনজনকে দফায় দফায় সিটের আধিকারিকরা জেরা করছেন বলে জানা গিয়েছে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

জীবনে। মায়ের মহিমা আজও আমাকে ভাবিয়ে তোলে, তারাপীঠ মন্দিরের শশান ঘাটে বসে ছিলাম । আচমকা লাল পাড়ের সাদা কাপর পরা এক বৃদ্ধ আমার সামনে হাজির। আমার কাছে খাবার আকুতি জানিয়েছে, খাওয়া দেওয়ার মতন সামর্থ্য আমার কাছে ছিল না সেই মুহূর্তে। সেকেন্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই বৃদ্ধা।কয়েক মিনিট পরে, আমি সাড়া শ্মশান ও তারাপীঠ চত্বরে ওই বৃদ্ধাকে খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু তারা দেখতে পেলাম না। যে যন্ত্রনা আজও আমাকে কুরে কুরে খায়। মায়ের সেই মহিমা, আজ অনেকের অজানা।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

ভোটের মুখে মুর্শিদাবাদের এসপি বদল করল নবান্ন

হয়েছে।

এছাড়া, দেবর্ষি দত্ত আইপিএসকে সিআইডি পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরিয়ে এসআরপি শিয়ালদহ-এ পাঠানো হয়েছে। দিনেশ কুমার আইপিএস, যিনি বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন, তাঁকে কলকাতার নর্থ ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার করা হয়েছে।

পুষ্পা আইপিএসকে এসআরপি হাওড়া থেকে বদলি করে বিধাননগর জোনের ডেপুটি কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। জে মার্সি আইপিএসকে এসআরপি শিয়ালদহ থেকে সিআইডি পশ্চিমবঙ্গের এসএস করা হয়েছে।

একই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বেশ কয়েকজন আইপিএস আধিকারিকের বদলি ও নতুন দায়িত্বের কথা জানানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—প্রদীপ কুমার যাদব, রাজ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রাহুল গোস্বামী, প্রবীণ প্রকাশ, প্রিয়ব্রত রায়, দীপক সরকার, ইন্দ্রজিৎ বসু, বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, বিদিশা কলিতা দাস, প্রতীক্ষা ঝারখারিয়া, অরিশ বিলাল, যশপ্রীত সিং, অম্লান কুসুম ঘোষ, অনুরাধা মণ্ডল, অমিত ভার্মা এবং চারু শর্মা। তাঁদের প্রত্যেককেই বর্তমান পদ থেকে সরিয়ে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মহা শ্রীতারার চারজন আবরণ দেবতা আছেনঃ একজটা, আর্য জাঙ্গুলী (বামে) এবং অশোককান্তা ও মহামায়ূরী (ডানদিকে)। এর মধ্যে একজটা অক্ষোভ্যকুলের একজন পূর্ণ মাতৃকা হলেও তিনি এখানে আবরণ মাতৃকা, এবং এখানে তাঁর বর্ণনা এইভাবে হয়ঃ

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ড নিয়ে সরব হয়েছেন অমিত শাহ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজেপির কর্মিসভায় আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ড নিয়ে সরব হয়েছেন অমিত শাহ। শুধু তাই নয়, নাজিরবাদের ওই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকেই দায়ী করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এবার অমিত শাহকে নিশানা করে পালটা মন্তব্য করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।তাঁর পালটা প্রশ্ন, “শিল্পপতি হিসাবে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা যাবেন না তো কারা যাবেন?” অভিষেক সুর চড়িয়ে বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিদেশ সফরে গিয়েছেন বলে মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করছেন। নীরব মোদি বা মেহুল চোকসির মতো ব্যবসায়ীরা দেশকে সর্বস্বান্ত করে ১৫ থেকে ২০ হাজার কোটি টাকার ঋণ নিয়ে পালিয়েছেন। তাঁরা মোদির সঙ্গে বিদেশ সফর করেছেন।” শুধু তাই নয়, বর্ষবরণের সময় গোয়ার ক্যাফের আগুন, সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বিষজল পানে মৃত্যুর ঘটনাতেও প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দোষারোপ করা উচিত। সেই কথা বলেন অভিষেক।লাশ নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি।” সেই কটাক্ষ করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, ওই ঘটনায় জড়িত হলে যত বড় শিল্পপতি হোক, ছাড় পাবেন না। সেই কথাও জানিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।

এদিন কলকাতা থেকে দিল্লি রওনা হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুরে কলকাতা বিমান বন্দরে পৌঁছে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সেখানেই তিনি বিজেপিকে আক্রমণ করেন। আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ড নিয়েও মন্তব্য করেন। বারাকপুরের মঞ্চ থেকে ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রসঙ্গে এদিন তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন অমিত শাহ। তিনি প্রশ্ন তুললেন এত মৃত্যু, এত মানুষ নিখোঁজ। তারপরও কেন গ্রেপ্তার করা হল না মোমো সংস্থার মালিককে? মৃতদের পরিবারকে শাহের আশ্বাস, ছবিবশে বিজেপি ক্ষমতায় এলে দোষীরা শাস্তি পাবেই। এদিন সেই বিষয়ে অভিষেক বলেন, “একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। তবে একটি প্রাইভেট গোডাউনে কোথায় কী রয়েছে? সেসব খতিয়ে দেখা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে অগ্নিকাণ্ডের পরে ওই গোডাউনের মালিক এবং পার্শ্ববর্তী মোমো কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই ম্যানেজারকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।” এরপরই সুর চড়িয়ে অভিষেক কটাক্ষ করেন, “একটা ঘটনাকে নিয়ে রাজনীতি করা বিজেপির কায়দা। শকুনের মতো মৃতদেহ খোঁজে। মৃত্যুর রাজনীতি করে। লাশের রাজনীতি করে।” তৃণমূল সাংসদের কথায়, “কোথাও কোনও ভুলত্রুটি ঘটলে সকলকে কাঁধ মিলিয়ে সুনিশ্চিত করতে হবে, যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।”

আনন্দপুরের ঘটনার সঙ্গে জড়িত হলে যত বড় শিল্পপতিই হোক, ছাড় পাবেন না। সেই কথাও এদিন অভিষেক জানিয়ে দিলেন। এদিন অমিত শাহ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, "উনি কার সঙ্গে বিদেশ সফরে যান? সেই কারণেই কী রাজ্য চুপ?" সম্প্রতি একটি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে স্পেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক ছবিতে দেখা যাচ্ছে মোমো সংস্থার মালিককে। সেই নিয়েই বিজেপি এবার শোরগোল শুরু করে দিয়েছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের। সেই বিষয় নিয়েও এদিন একহাত নিয়েছেন অভিষেক।

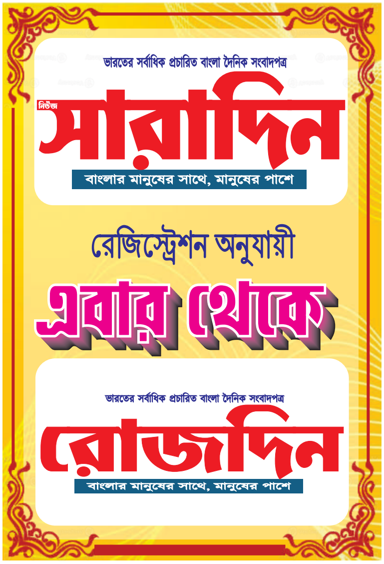

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র যাদব বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২৬-এর আগে ভারতের রামসার তালিকায় ২টি নতুন জলাভূমি যুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছেন

নতুন দিল্লি: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র যাদব ০২.০২.২০২৬ তারিখে বিশ্ব জলাভূমি দিবসের আগে ভারতের রামসার নেটওয়ার্কে দুটি নতুন জলাভূমি যুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছেন।

মন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশিত একটি পোস্টে জানিয়েছেন যে উত্তর প্রদেশের এটা জেলার পাটনা পক্ষী অভয়ারণ্য এবং গুজরাটের কচ্ছ জেলার ছারি-ধন্দকে রামসার সাইটের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শ্রী যাদব উল্লেখ করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের রামসার নেটওয়ার্ক ২৭৬%-এরও বেশি প্রসারিত হয়েছে, যা ২০১৪ সালের ২৬টি সাইট থেকে বর্তমানে ৯৮টি সাইটে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পরিবেশ রক্ষা এবং দেশের জলাভূমি সংরক্ষণে ভারতের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র যাদব জানান, এই দুটি জলাভূমি শত শত পরিযায়ী ও স্থানীয় পাখির প্রজাতির আবাসস্থল। এই এলাকাগুলি বিপন্ন পাখি ছাড়াও চিঙ্কারা, নেকড়ে, ক্যারাকেল, মরুভূমির বিড়াল এবং মরুভূমির শিয়ালের মতো বন্যপ্রাণীরও আবাসস্থল।

ভারত 'জলাভূমি বিষয়ক কনভেনশন'-এর অন্যতম চুক্তিবদ্ধ পক্ষ, যা রামসার কনভেনশন নামে পরিচিত এবং ১৯৭১ সালে ইরানের রামসারে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ভারত ১৯৮২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি এই কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ হয়।

বিশেষ সংরক্ষণ মূল্যের জলাভূমিগুলিকে আন্তর্জাতিক গুরুত্বের জলাভূমি হিসাবে মনোনীত করা যেতে পারে। এই সাইটগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কাঠামোর অধীনে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার প্রতি জাতির প্রতিশ্রুতির মডেল উদাহরণ হিসাবে কাজ করতে পারে।

(২ পাতার পর)

বাংলার মেয়েদের মন জিততে বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে 'মহিলা বিস্তারক' আনছে বিজেপি

প্রহরীরা। মহিলা ব্রিগেড আনা হচ্ছে বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে। তাঁরা বাংলার বেশ কিছু বাছাই করা বিধানসভা কেন্দ্রে কাজ করবেন।

জানা গিয়েছে যে সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্র গুলিতে বিজেপির জেতার সম্ভাবনা রয়েছে সেই সমস্ত জায়গাগুলিতে ভিন রাজ্য থেকে আসা বিজেপির মহিলা ব্রিগেড ঘুরে ঘিরে কাজ করবে ও পদ্ম শিবিরের হয়ে প্রচার চালাবে। সূত্রের খবর প্রতিটি বিধানসভা পিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনজন নেত্রীকে। তাঁদের রাজ্যে আসার কথা ফেবরুয়ারি মাসের শেষ দিকে। ইতিমধ্যেই বিজেপির মহিলা প্রহরীরা ঘুরে ঘুরে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ঘুরছেন মণ্ডলে মণ্ডলে। বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা করছেন বৈঠকও।

(১ম পাতার পর)

হাতজোড় করে হিন্দুদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা হুমায়ুন কবীরের

চৌধুরীকে। তাঁদের বলুন কিছু করতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, যা হবার হয়েছে । আমি ইউসুফের বাবা মাকে কথা দিয়েছি। গুজরাট থেকে এনে বহরমপুরে নিয়ে এসেছি । তুমি একমাত্র পারবে। তোমার কথা মুর্শিদাবাদের মানুষ শোনে। হুমায়ূনের এই কথা প্রসঙ্গে এর আগে মোহাম্মদ সেলিমকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনিও বলেছিলেন মমতার কথায় হুমায়ুন ওসব বলতেন। শনিবার রেজিনগরে সভা থেকে সেই হুমায়ুনকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে হিন্দু ভাইদের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে দেখা গেল। যদিও রাজনৈতিক মহলের কেউ কেউ বলছেন ভরতপুরের বিধায়কের কাছে এখন ভোট বড় বালাই।তার কথা যেহেতু মুর্শিদাবাদের মানুষ শোনে তাই তাকে ইউসুফকে জেতাতে হবে তার জন্য কিছু করতে বলেছিলেন। এই জন্যই তিনি দল নেত্রীর নির্দেশ মেনে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন "এটা বাংলার মুর্শিদাবাদ ।কোন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আমরা করি না । করবো না। আপনি যদি আমাকে উল্টো করে টাঙিয়ে সিধা করতে চান ,আমি মাত্র দু ঘন্টার মধ্যে নির্দেশ পেলে বিজেপি করা হিন্দুদের ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেব।" তাঁর যুক্তি হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ কার্যকর করতে গিয়ে তিনি হিন্দুদের মনে আঘাত দিয়েছেন। এর জন্য তিনি প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইছেন সকল হিন্দু ভাইদের কাছে। রেজিনগরের সভা থেকে শনিবার হুমায়ুন বলেন ভবিষ্যতে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় কাউকে জেতানোর জন্য এমন আঘাত করার কথা তিনি আর বলবেন না। হুমায়ুনের মন্তব্য, গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের কাছে খবর ছিল অধীর রঞ্জন চৌধুরী জিতে যাচ্ছেন ইউসুফ পাঠান হেরে যাচ্ছেন। মোঃ সেলিম জিতে যাচ্ছেন আবু তাহের খান হেরে যাচ্ছেন। তুমি একটা কিছু কর।

পশ্চিমবঙ্গের আনন্দপুরে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

নতুন দিল্লি: ৩০ জানুয়ারি ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার আনন্দপুরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণহানির জন্য শোক প্রকাশ করেছেন। শ্রী মোদি এই দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্যও কামনা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল (পিএমএনআরএফ) থেকে প্রত্যেক মৃতের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী এক্স-হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছেন:

"পশ্চিমবঙ্গের আনন্দপুরে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ড অত্যন্ত মর্মান্তিক ও দু:খজনক। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।

এই দুর্ঘটনায় নিহত প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে জাতীয় ত্রাণ তহবিল (পিএমএনআরএফ) থেকে ২ লক্ষ টাকা করে এককালীন সহায়তা দেওয়া হবে। আহতদের ৫০,০০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হবে: প্রধানমন্ত্রী

সিনেমার খবর

cinema

গোবিন্দর মতো হওয়ার দরকার নেই— ছেলেকে সুনীতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ ও স্ত্রী সুনীতা আহুজা দম্পতির মাঝেমধ্যেই নানা কারণে সামাজিক মাধ্যমে চর্চায় থাকেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে গোবিন্দকে নিয়ে সুনীতার বেশ কিছু মন্তব্য ঘিরে চলছে বিস্তর চর্চা। অভিনেতার চর্চিত প্রেমিকাকে নিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেল করানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ছেলে যশ বর্ধনের ক্যারিয়ার প্রসঙ্গে তার মত— তার বাবা সম্পূর্ণ অসহায়। যে কারণে তিনি যশকে বাবার পথ অনুসরণ না করতে বলেছিলেন।

সুনীতা বলেছিলেন, যশ আজ যে জায়গায় সেটা ওর নিজের চেষ্টায়। বাবার কাছ থেকে কখনো কোনো সাহায্য নেয়নি ও। গোবিন্দর ছেলে হওয়া সত্ত্বেও ৯০টি অডিশন দিয়েছে। ও কখনো গোবিন্দকে কাউকে ফোন করতে বলেনি। গোবিন্দও কখনো ছেলেকে সাহায্যের কথা বলেনি।

গোবিন্দপত্নী বলেন, আমি গোবিন্দকে সরাসরি বলেছিলাম— তুমি যাই হও না কেন, তুমি তো বাবা? যদি তুমি তোমার সন্তানদের সাহায্য না কর, তাহলে কে করবে? শাহরুখ খান, অমিতাভ বচ্চন, সুনীল শেঠি, জ্যাকি শ্রফকে দেখ। ওরা সবাই নিজেদের ছেলেদের কীভাবে সাপোর্ট করে।'

তিনি বলেন, ছেলেকে একটু সাপোর্ট করা উচিত। কিন্তু আমি ওকে এতটুকুও বুঝতে পারি না। ও যে ধরনের মানুষের সঙ্গে থাকে, তারা এত খারাপ যে আমি জানি না ওকে হয়তো এসব শেখাচ্ছে। যে কারণে নিজের ক্যারিয়ারই ধ্বংস হয়ে গেছে।

সুনীতা বলেন, সে তার ছেলে যশ বর্ধনকে বাবার অনুকরণ না করার পরামর্শ দিয়েছি। আমি ছেলেকে বলেছি বাবার মতো না হতে। তিনি বলেন, আমি যশকে বলি— যখন ও জন্মগ্রহণ করেছিল, তখন আমি পর্দায় ধর্মেন্দ্র এবং অমিতাভ বচ্চনকে দেখতাম। তাই ও ঠিক ওদের মতোই হয়েছে।

দেব-শুভশ্রীর বিয়ে হলে বোধহয় ভালোই হতো: রাজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার একসময়ের দর্শকপ্রিয় জুটি দেব-শুভশ্রী। যদিও তাদের প্রেম ভেঙেছে বহু বছর হল। দুজনেই এখন যে যার বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে চলছেন। দেব এখনো বিয়ে না করলেও পরিচালক রাজ চক্রবর্তীকে বিয়ে করে শুভশ্রী এখন দুই সন্তানের মা। যদিও আগের মতোই কলকাতার সিনেমায় এখনো দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন 'দেশু' জুটি।

তবে মজার বিষয় হল, যেই রাজ চক্রবর্তীর ছবিতে কাজের প্রেক্ষিতেই দুজনের মন দেওয়া-নেওয়া, সম্পর্ক ভাঙনের পরে সেই নির্মাতাকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেন শুভশ্রী। বিয়ের পর থেকে রাজ-শুভশ্রী জুটিও টালিউডে সমানভাবে চর্চিত।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের স্ত্রী-দুই সন্তানের মা শুভশ্রীর অতীত নিয়ে মুখ খুলেছেন রাজ। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি যা বলেছেন তা অনেককেই অবাক করেছে। দেব-শুভশ্রীর প্রেমের সাক্ষী ছিলেন রাজ। সেই স্মৃতি মনে করে ভারতীয় গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজের মন্তব্য, 'আমারও এক সময় মনে হয়েছিল ওদের বিয়ে হলে বোধহয় ভালোই হত!' এর পরই রাজের সত্য বাস্তব স্বীকারোক্তি, 'কিন্তু শুভশ্রী তো আদতে আমার কপালেই ছিল। কিছু করার নেই। আর আমি শুভশ্রীর কপালে ছিলাম, কিছু করার নেই। আমরা কিন্তু খুব হ্যাপি। আর দেবের সঙ্গেও যার বিয়ে হবে সেও খুব হ্যাপি থাকবে। দেব খুব ভালো ছেলে।'

রাজের এই মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কেননা স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেম নিয়ে এমন পরিণত জবাব বোধহয় খুব কম পুরুষই দিতে পারবে।

উল্লেখ্য, দেব-শুভশ্রীও 'ধূমকেতু'র বক্স অফিস সফলতার পর আবারও একসঙ্গে অভিনয়ের ঘোষণা দিয়েছেন। মান-অভিমান ভুলে দেবের ৫১তম সিনেমা 'দেশু ৭'-এ আবার জুটি বাঁধবেন জনপ্রিয় এই জুটি। ইতোমধ্যে এক ফেসবুক লাইভে তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে, রাজের এমন মন্তব্যের পর রাজ-শুভশ্রী দম্পতিকেও প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন নেটিজেনরা। ব্যবহারকারীরা বলছেন, রাজের এই মন্তব্য তার এবং শুভশ্রীর মধ্যকার গভীর বিশ্বাসের প্রতিফলন। কোনো লুকোছাপা নয়, বরং স্ত্রীর অতীতকে সম্মান জানিয়েই রাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন তাদের বর্তমান সম্পর্কের ভিত কতটা মজবুত। শুভশ্রীও বারবার জানিয়েছেন, রাজের মাঝেই তিনি তার কাঙ্ক্ষিত স্থিরতা খুঁজে পান।

ভক্তদের সুখবর দিলেন সোনম কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কাপুর পরিবারে ফের খুশির জোয়ার। দুই বছর আগে পুত্রসন্তান বায়ুর আগমনের পর এবার দ্বিতীয় সন্তানের মা হতে যাচ্ছেন বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর। নিজের ভেরিফায়েড ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে বেবি বাম্পের ছবি শেয়ার করে এই ঘোষণা দেন অনিল-কন্যা।

তবে কেবল সুখবর দিয়েই ক্ষান্ত হননি সোনম; বরাবরের মতো নিজের ফ্যাশন সেন্স দিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন নেটিজেনদের। সাধারণত গর্ভাবস্থায় ঢিলেঢালা পোশাকের চল থাকলেও সোনম বেছে নিয়েছেন সাহসের সঙ্গে শরীরের বাঁক ফুটিয়ে তোলা একটি 'বডি-ফিটেড' কালো পোশাক।

বোন রিয়া কাপুরের স্টাইলিংয়ে সোনমের এই 'ম্যাটারনিটি লুক' ছিল আভিজাত্যে ভরপুর। হাই-নেক ক্রপ টপ, ডাবল কলার ব্লেজার আর পেন্সিল-ফিট ম্যাক্সি স্কার্টে তিনি যেন এক আধুনিক দেবীর প্রতিচ্ছবি। স্ফীতোদরের ওপর পরা ট্রেন্ডি চেইনটি ছিল তার সাজের অন্যতম আকর্ষণ। হাতে দামি ব্র্যান্ড 'হার্মিস'-এর ব্যাগ এবং মুখে ন্যুড মেকআপে সোনম বুঝিয়ে দিলেন, মা হওয়ার এই জার্নিতেও ফ্যাশন হতে পারে অনন্য।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে আনন্দ আহুজাকে বিয়ে করেন সোনম। ২০২২ সালে তাঁদের কোলজুড়ে আসে প্রথম সন্তান বায়ু। বর্তমানে ৪০ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার মাতৃত্বের স্বাদ নিতে যাওয়া এই অভিনেত্রী তাঁর সাহসিকতা ও আভিজাত্যের জন্য অনুরাগীদের প্রশংসায় ভাসছেন।

বিশ্বকাপ একাদশে রোনালদোর জায়গা নিয়ে কোচের ইঙ্গিত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সবকিছু ঠিক থাকলে ষষ্ঠবারের মতো ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপে খেলতে নামবেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তবে পর্তুগিজ মহাতারকার একাদশে জায়গা পোক্ত নয় বলে জানিয়েছেন দেশটির কোচ রবার্তো মার্তিনেজ। তিনি বলেছেন, দলের স্বার্থে কখনও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং রোনালদোকে খেলানো বা না খেলানো নির্ভর করবে পারফরম্যান্স ও দলের প্রয়োজনের ওপর।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্পোর্টস মিডিয়া নেটওয়ার্ক ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্তিনেজ পর্তুগাল দলে রোনালদোর ভূমিকা, তার বর্তমান অবস্থা ও ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, রোনালদো দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও দলের সেরাটা বিবেচনা করে তাকে বেঞ্চে বসানোর মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত।

মার্তিনেজ বলেন,'দলের স্বার্থে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হয়। কে খেলবে, কে খেলবে না- তা নির্ভর করবে পারফরম্যান্স, মনোভাব ও দলের প্রয়োজনের ওপর।'

রোনালদো পর্তুগালের জার্সিতে ২২৬ ম্যাচে ১৪৩ গোল করে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা। সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল নাসরের হয়ে চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৮ ম্যাচে করেছেন ১৬ গোল। তবে বয়স এখন ৪০ বছর। এ প্রসঙ্গে মার্তিনেজ স্বীকার করেন, 'রোনালদো আগের মতো নেই এটা স্বাভাবিক। এখন সে একজন পজিশনাল স্ট্রাইকার, ফিনিশার। গত ৩০ ম্যাচে ২৫ গোল করা একজন খেলোয়াড় আমাদের জন্য আশীর্বাদ।'

রোনালদো এর আগেও এমন পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন। ইউরো ২০২৪ চলাকালীন তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তবে চ্যালেঞ্জ পেরিয়ে আবারও জাতীয় দলে নিয়মিত জায়গা করছেন তিনি।

২০২৬ বিশ্বকাপ রোনালদোর শেষ বিশ্বকাপ হতে পারে। ২০০৬ সাল থেকে টানা পাঁচবার বিশ্বকাপে খেলেছেন তিনি। ক্যারিয়ারে প্রায় সব ট্রফি জিতেছেন, তবে বিশ্বকাপ ট্রফি এখনো অধরা।

রোনালদোর নিবেদন ও অভিজ্ঞতাকে প্রশংসা করে মার্তিনেজ বলেন,'আমরা বর্তমান নিয়েই ভাবি। রোনালদোর নিবেদন, অভিজ্ঞতা ও মনোভাব তাকে আলাদা করে। মাঠে সে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের ব্যস্ত রাখে, অন্যদের জন্য জায়গা তৈরি করে।'

২০২৬ বিশ্বকাপে পর্তুগাল গ্রুপ 'কে'-তে আছে। ১৭ জুন যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে ইন্টার-কনফেডারেশন প্লে-অফের জয়ীর বিপক্ষে তাদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হবে। এরপর টেক্সাসে উজবেকিস্তান ও মায়ামিতে কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবে পর্তুগাল।

ভারতের নিউজিল্যান্ড সিরিজ হারের কারণ হিসেবে যা বললেন সুনীল গাভাস্কার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের ক্রিকেট দলকে হোম সিরিজে নিউজিল্যান্ডের কাছে ২-১ ব্যবধানে হারার পর ক্রিকেট মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয় ও শেষ একদিনের ম্যাচে ইন্দোরে ৪১ রানে হারের পরও বিরাট কোহলির ৫৪তম শতক স্বতঃসিদ্ধ প্রশংসার যোগ্য হলেও, কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার দলে একটি বড় সমস্যা তুলে ধরলেন। তিনি মনে করছেন, শুভমান গিলের দল মাঠে পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা দেখায়নি।

নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার সাইমন ডুলের সঙ্গে ম্যাচ পরবর্তী বিশ্লেষণে গাভাস্কার বলেন, দলের 'অপ্রচেষ্টা' মূলত ফিল্ডিংয়ে ছিল। তার মতে, এই সিরিজের হারের মূল কারণ ব্যাটসম্যান বা বোলারদের কম চেষ্টা নয়, বরং মিডল ওভারের অযত্নে সহজ রান দেওয়া।

বিশেষ করে, ভারতের ফিল্ডাররা সহজে একক রান নিতে দেওয়ায় নিউজিল্যান্ডের মিডল অর্ডার খেলোয়াড়দের গেমের রিদম ঠিক করতে সহায়তা করেছে। গাভাস্কার বলেন, 'আমি নাম নেব না, কিন্তু কিছু খেলোয়াড় খুব সহজে একক রান দেওয়ার সুযোগ দিল। রোহিত শর্মা দ্রুত এবং বিরাট কোহলির খেলার মান আমরা জানি, কিন্তু ফিল্ডিং আরও কার্যকরী হওয়া উচিত ছিল।'

ফিল্ডিংয়ে এই দুর্বলতার কারণে বোলারদের তৈরি চাপ কার্যকর হয়নি। বিশেষ করে ড্যারিল মিচেল এবং গ্লেন ফিলিপস সহজেই খেলায় নিজেদের অবস্থান স্থাপন করতে পেরেছেন। যদিও গাভাস্কার সিনিয়র খেলোয়াড়দের, বিশেষ করে রোহিত ও কোহলিকে সরাসরি দোষারোপ করেননি, তার মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে তরুণ বা বিশেষজ্ঞ খেলোয়াড়দের ফিটনেস ও কমিটমেন্ট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে নিজেদের সেরা অবস্থানে মরক্কো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সের রানার্সআপ মরক্কো ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে জায়গা করে নিয়েছে সেরা দশে। আট নম্বরে উঠে এসেছে দলটি। উন্নতি করেছে চ্যাম্পিয়ন সেনেগাল।

রাবাতে ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে মরক্কোকে ১-০ গোলে হারায় সেনেগাল। অতিরিক্ত সময়ে গড়ানোর আগেই ম্যাচ জয়ের সুযোগ ছিল স্বাগতিকদের সামনে। কিন্তু ব্রাহিম দিয়াসের দুর্বল পানেনকা সহজেই ঠেকিয়ে দেন সেনেগাল গোলরক্ষক।

১৯৯৮ সালে প্রথমবার সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছিল মরক্কো, সেবার ১০ নম্বরে ছিল দলটি। ২০২২ বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালিস্টরা এবার সেই কীর্তি ছাড়িয়ে গেল। আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সে সবশেষ তিন আসরের দুটিতে শিরোপা জেতা সেনেগাল সাত ধাপ এগিয়ে জায়গা করে নিয়েছে নিজেদের সেরা ১২ নম্বরে। তাদের আগের সেরা অবস্থান ছিল ২০২৪ সালে ১৭তম।

আফ্রিকা কাপ নেশন্সের ফলাফল মহাদেশের দলটির র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশাল প্রভাব ফেলেছে। তৃতীয় হওয়া নাইজেরিয়া জায়গা করে নিয়েছে ২৬ নম্বরে। তারা অর্জন করেছে সবচেয়ে বেশ ৭৯.০৯ পয়েন্ট, এগিয়েছে ১২ ধাপ। ক্যামেরুনও (৪৫) এগিয়েছে ১২ ধাপ। টুর্নামেন্টের সেমি-ফাইনালিস্ট মিশর চার ধাপ এগিয়ে জায়গা করে নিয়েছে ৩১ নম্বরে। তাদের চেয়ে তিন ধাপ এগিয়ে আছে আলজেরিয়া।

গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়া গ্যাবন হারিয়েছে ৪৪.৯৭ পয়েন্ট। সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট হারিয়ে দলটি নেমে গেছে ৮৬ নম্বরে।

শীর্ষ সাতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন স্পেন ধরে রেখেছে শীর্ষ স্থান। তাদের পরেই আছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। এরপর আছে যথাক্রমে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ব্রাজিল, পর্তুগাল ও নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশ আছে আগের জায়গাতেই, ১৮০ নম্বরে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR